22

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...03 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা

মেডিক্যাল কলেজের মত সেবামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও এখন অনিয়মতান্ত্রিকতাও সেশন জটের দরুন পঙ্গু হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। পাঁচ বছরের এমবিবিএস কোর্স শেষ করিতে এখন লাগিতেছে সাত বছর। এক একটি বর্ষে দুইটি ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করিতেছে। আর ইহার ফলে শ্রেণীকক্ষের ও আবাসিক হোস্টেলে স্থানাভাব ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, ল্যাবরেটরী বা প্রাকটিক্যালে ক্লাস কক্ষের শিক্ষা উপকরণেরও অভাব ঘটিয়াছে। অন্যদিকে পত্রান্তরের সংবাদে আরও জানা গিয়াছে ১৯৮২ সালে মেডিক্যাল কলেজগুলির জন্য যে শিক্ষা কারিকুলাম প্রণীত হইয়াছিল, বিভিন্ন কারণে তাহা এখনো প্রবর্তন সম্ভব হয় নাই। ইহা সকলের জানা যে, মেডিক্যাল শিক্ষাকে ধনী-দরিদ্র সকল দেশেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা, ইহা এমন একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা যাহার সঙ্গে মানুষের জীবন-মরণের সম্পর্ক জড়িত। এবং সকলে ইহার মান মানুষের জীবন রক্ষার্থে উন্নত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করে। শুধু তাহাই নয়, মেডিক্যাল শিক্ষার মান বিশ্বের উন্নত চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় থাকুক ইহাও সকলে প্রত্যাশা করেন।

পরিতাপের বিষয়, দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও ইদানীং সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিশৃংখল পরিস্থিতি বা অনিয়মতান্ত্রিক অবস্থা বিরাজ করিতেছে। বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, বিজ্ঞানভিত্তিক সেবামূলক এই শিক্ষাক্রম স্বাভাবিকভাবে চালু রাখা সত্যই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নিয়মিতভাবে কিংবা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হইলে সেশন জট রোধ করার কোন উপায় থাকে না। পক্ষান্তরে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ক্লাস, আবাসিক, ল্যাবরেটরী ও প্রশিক্ষণ উপকরণগত যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে সেশন জটের দরুন ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ বা তিনগুণ হইয়া যাওয়ায় সেই প্রশিক্ষণ সুবিধা সংকুচিত হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। সম্ভবত মেডিক্যাল শিক্ষা কারিকুলাম অনুসরণে কর্তৃপক্ষীয় ব্যর্থতার ইহাও একটি কারণ।

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এখন যে সমস্ত সমস্যা বিরাজমান তাহার পশ্চাতে কোন না কোন যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান এবং ইহার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আপাত দৃষ্টিতে দায়ী মনে হইলেও আসলে তাহারা এককভাবে দায়ী নয়। দায়ী আরো অনেকে এবং অনেক কিছু। তবে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাজিত সমস্যা কিছুটা হইলেও মানিয়া নেওয়া যায়। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের মত জনগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সমস্যা কোনক্রমেই মানিয়া নেওয়া যায় না। কারণ মেডিক্যাল কলেজে নিম্নমানের চিকিৎসক সৃষ্টি হইলে সেই চিকিৎসক দ্বারা রোগীদের সঠিক চিকিৎসা সম্ভব নয়। বরং তাহাদের চিকিৎসায় নিরাময়যোগ্য রোগীর জীবনও বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া বিশ্বে যেখানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিতেছে সেখানে বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষার মানের অবনতি অত্যন্ত দুঃখজনক।

সরকার মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের অবশ্যই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইবে। অন্যদিকে ছাত্র-ছাত্রীদেরও জনসাধারণ ও নিজের স্বার্থে একজন ভালো চিকিৎসক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা না করিয়া ছাত্ররা যদি সময়ের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয় তাহা হইলে দেশের জনগণ ক্রমান্বয়ে দেশী চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিবে। লক্ষণীয়, এখন যাহাদের অর্থ-সামর্থ্য রহিয়াছে তাহারা কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য দিল্লী কিংবা ব্যাংকক্কের চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন, কিন্তু সাধারণ দরিদ্র রোগীরা রোগ নিরাময়ের জন্য কোথায় যাইবেন? বিষয়টি সকলকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাও জাতীয় পর্যায়ে অবমাননাকর। সুতরাং শুধু মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের স্বার্থে নয়, জাতীয় স্বার্থেও দেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আগাইয়া আসিবেন, ইহাই প্রত্যাশিত।